দ্বিতীয় অধ্যায়: ঈশ্বর

▶ যোগ্যতাভিত্তিক কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন-ক. তোমার বন্ধু ঈশ্বরের সর্বত্র উপস্থিতির বিষয়ে জানতে চাইলে শিক্ষক তাকে পাঠ্যবইয়ের একটি সংগীত পাঠ করতে বললেন। শিক্ষক তোমার বন্ধুকে কোন সংগীতটি পাঠের কথা বলেছেন? সংগীতটির রচয়িতা কে? উক্ত সংগীতের প্রথম ৩টি লাইন লেখ। ১+১+৩=৫

উত্তর: ঈশ্বরের সর্বত্র উপস্থিতির বিষয়ে জানতে শিক্ষক আমার বন্ধুকে সামসংগীত পাঠের কথা বলেছেন। উক্ত সংগীতের রচয়িতা দাউদ। এর প্রথম তিনটি লাইন হলো—

তোমাকে এড়িয়ে গিয়ে কোথাও কি যেতে পারি আমি?
তোমার সামনে থেকে কোথাও পালাতে পারি আমি?
স্বর্গলোকে উঠে যাই, সেখানেও রয়েছ যে তুমি;

প্রশ্ন-খ. তুমি ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থেকে পবিত্রভাবে জীবনযাপন করতে চাও। এর জন্য তুমি কার পথ অনুসরণ করবে? কেন তুমি এ পথ অনুসরণ করবে এ সম্পর্কে ৪টি বাক্য লেখ। ১+৪=৫

উত্তর: ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থেকে পবিত্রভাবে জীবনযাপন করতে আমি যীশুর দেখানো পথ অনুসরণ করব।

পুত্র ঈশ্বরকে অর্থাৎ যীশুকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন পিতা ঈশ্বর যদি আমরা যীশুর বাধ্য হয়ে চলি তবে শেষ দিনে যীশুই আমাদের পুনরুত্থিত করবেন। পুনরুত্থিত হয়ে আমরা অনাদি অনন্ত ঈশ্বরের সাথে সংযুক্ত হতে পারি। আর এভাবেই আমরা ঈশ্বরের সান্নিধ্য পেতে পারি।

প্রশ্ন-গ. তুমি শাশ্বত জীবন লাভ করতে চাও। এজন্য তুমি কী করবে? ঈশ্বর সম্পর্কে ৪টি বাক্য লেখ। ১+৪=৫

উত্তর: শাশ্বত জীবন লাভ করতে পবিত্রভাবে জীবনযাপন করতে হবে।

ঈশ্বরের কোনো আদি এবং অন্ত নেই। তিনি ছিলেন, আছেন ও থাকবেন। তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। এজন্য আমরা ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা জানাব।

প্রশ্ন-ঘ. কে সর্বদা আমাদের সাথে রয়েছেন? আমরা কেন যীশুকে অনুসরণ করি? যীশুকে অনুসরণ করে আমাদের জীবনে চলার পথে তিনটি করণীয় লেখ। [প্রা. শি. স. প. ২০১৬] ১+১+৩=৫

উত্তর: ঈশ্বর সর্বদা আমাদের সাথে রয়েছেন। একমাত্র যীশুর মধ্যদিয়েই আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি। এই জন্য আমরা যীশুকে অনুসরণ করি।

যীশুকে অনুসরণ করে জীবনে চলার পথে তিনটি করণীয় নিচে দেওয়া হলো:

১. সুযোগ পেলেই সুসমাচার প্রচার করতে হবে।
২. প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালোবাসতে হবে।
৩. সব সময় ভালো কাজ করতে হবে। যেমন: ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান, তৃষ্ণার্তকে জলদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, রোগীদের সেবা ইত্যাদি।

Teachingbd.com

প্রশ্ন-ঙ. ঈশ্বরপুত্রের নাম কী? আমরা ঈশ্বরকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করি কেন? শাশ্বত জীবন লাভের তিনটি উপায় লেখ। [প্রা. শি. স. প. ২০১৬] ১+১+৩=৫

উত্তর: ঈশ্বর পুত্রের নাম হলো যীশু খ্রিষ্ট।

আমরা ঈশ্বরকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করি কারণ তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, লালন-পালন করছেন ও মৃত্যুর পর শাশ্বত জীবন দান করবেন। শাশ্বত জীবন লাভের তিনটি উপায় নিচের দেওয়া হলো:

১. নিজের কর্তব্যগুলো সঠিকভাবে পালন করা।

২. দিনে যতদূর সম্ভব ভালো কাজ করা। যেমন– ক্ষুধার্তকে খাদ্যদান, তৃষ্ণার্তকে জলদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, রোগীসেবা ইত্যাদি কাজ করা।

৩. প্রতিদিন বাইবেল পাঠ ও প্রার্থনা করা।

▶ সাধারণ কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন-চ. প্রতিদিন পবিত্র বাইবেল পাঠ ও ধ্যান করলে কী হয়? ঈশ্বর সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলে কী বলা হয়েছে তা ৪টি বাক্যে লেখ। ১+৪=৫

উত্তর: প্রতিদিন পবিত্র বাইবেল পাঠ ও ধ্যান করলে ঈশ্বরের সান্নিধ্য পাওয়া যায়। বাইবেল হলো পবিত্র ঈশ্বরের বাণী। ঈশ্বর সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলে বলা হয়েছে—

ঈশ্বর অনাদি ও অনন্ত। তিনি আদিতে ছিলেন, এখন আছেন ও চিরদিন থাকবেন। ঈশ্বরই আমাদের সৃষ্টি করেছেন। যদি আমরা যীশুর কথা মেনে চলি তবে আমরা পিতা ঈশ্বরের কথাও মেনে চলি।

প্রশ্ন-ছ. অনাদিকালকে অন্য কথায় কী বলা হয়? আমরা কার কথা শুনলে অনাদি অনন্ত ঈশ্বরের সাথে যুক্ত হতে পারব? আমরা কীভাবে ঈশ্বরের সাথে যুক্ত হতে পারি সে সম্পর্কে ৩টি বাক্য লেখ। ১+১+৩=৫

উত্তর: অনাদিকালকে অন্য কথায় বলা হয় শাশ্বতকাল। আমরা যীশুর কথা শুনে অনাদি অনন্ত ঈশ্বরের সাথে যুক্ত হতে পারব।

নিম্নলিখিতভাবে আমরা ঈশ্বরের সাথে যুক্ত হতে পারি–

যদি আমরা যীশুর কথা মেনে চলি তবে আমরা পিতা ঈশ্বরের কথাও মেনে চলি। যীশু বলেছেন, আমরা যদি গভীরভাবে বিশ্বাস নিয়ে যীশুর দেহ ও রক্ত গ্রহণ করি তবে আমরা শাশ্বত জীবন লাভ করতে পারি। শেষ দিনে যীশুই আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করবেন, আর তাই যীশুর কথা শুনেই আমরা ঈশ্বরের সাথে যুক্ত হতে পারি।

Teachingbd.com